দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ...

190

১৯০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সদ্য নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা' বিজয় দিবসে উদ্বোধন করা হবে।

ছবি: আশফাক মুনীর

অপরাজেয় বাংলা

(হারুন হাবীব)

'স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্র ধরতে পারিনি। যে হাত দিয়ে অস্ত্র ধরতে পারিনি, শিল্পী হিসেবে সেই হাত দুটিকেই ক্ষত বিক্ষত করে সাধ পূর্ণ করলাম।'

কথাগুলো ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে সদ্য সমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা'র স্রষ্টা তিনি। ১৬ই ডিসেম্বর উনিশের রৌদ্র করোজ্জ্বল সকালে একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আনুষ্ঠানিকভাবে ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করবেন। ভাস্কর্যটির নির্মাণ ব্যয় এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মাঝখানে নানা কারণে কাজ বন্ধ থেকেছে।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন ডাকসু মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে এই ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। শিল্পী আবদুল্লাহ খালিদ প্রথমে ভাস্কর্যটির তিন ফুটের একটি পীস তৈরি করেন।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শিল্পী জানান: ভাস্কর্যটির ভিত্তি এতো মজবুত যে হাজার বছর পরেও এর অস্তিত্ব থাকবে—চৌদ্দশ মাইল বেগে ঝড় এলেও এর কোন ক্ষতি হবে না। ভাস্কর্যটির স্থাপত্য, মাপজোক ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা দিয়েছেন স্থপতি শহীদুল্লাহ সাহেব এবং স্থপতি জনাব রবিউল। স্বাধীনতা যুদ্ধের এ ভাস্কর্যের জন্যে তাঁরা করেছেন সর্বাত্মক সহযোগিতা।

ভাস্কর্যটিতে রয়েছে দুই যোদ্ধা পুরুষ ও শুশ্রূষার প্রতীক এক নারী। একজন যোদ্ধাকে দেখানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রূপে, অপরজন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি গ্রামীণ মুক্তিযোদ্ধা। সঙ্গে ফার্স্ট এইড বক্সসহ উদ্দীপ্ত এক তরুণী। তিনজনেরই চোখে-মুখে প্রতিরোধের দৃপ্ত কাঠিন্য, চোয়াল ও পেশীতে দুর্বিনীত আত্মপ্রত্যয়। এই তিনটি ফিগারের জন্য মডেল দিয়েছেন যথাক্রমে জনাব বদরুল আলম বেগ, সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজলে এবং মিসেস হাসিনা আহমদ।

এর মধ্যে জনাব বদরুল আলম বেগ ভাস্কর্যের সহশিল্পীর কাজ করেছেন শুরু থেকে শেষাবধি। জনাব খালিদ এবং জনাব বেগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শেষ হতে পেরেছে। ভাস্কর্যটির শিল্পী আবদুল্লাহ খালিদ ৩৮, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রভাষক।

ভাস্কর্যটি আগাগোড়া লোহা এবং পাথরে গড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের একটি ত্রিকোণ আইল্যান্ডের ওপর নির্মিত একটি বেদী। মাটি থেকে তাদের উচ্চতা ১৮ ফুট। মাটি থেকে বেদীর উচ্চতা ৬ ফুট।

প্রতিদিন অজস্র মানুষ আসেন ভাস্কর্যটি দেখতে, অপলক বিস্ময়ে তারা দেখেন অনুপম এ শিল্পরূপ। নীলক্ষেত রোডের পথিকের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে এই ভাস্কর্য। স্বাধীনতার জন্যে শিহরণ, রক্তস্নাত সেই উত্তাল দিনগুলোতে সবাই ফিরে যান এক মুহূর্তে। এমনি যাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমাদের উত্তরসূরীরাও।